শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সময়

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে আবির্ভূত হয়েন। চব্বিশ বৎসর শেষ হওয়ার অল্প বাকী থাকিতে ১৪৩১ শকে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্বন্ধে শ্রীল মুরারিগুপ্ত, শ্রীল লোচনদাসঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বস্বগ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই এস্থলে আলোচিত হইতেছে।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীল মুরারিগুপ্ত ছিলেন প্রভুর গৃহস্থাশ্রমে লীলাসঙ্গী। সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে যে দিন প্রভু গৃহত্যাগ করেন, সেই দিনও প্রভুর সঙ্গে তাঁহার মিলন হইয়াছে এবং তাহার পরের দিন পূর্ব্বাহ্নেও প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহতের ন্যায় বিরহবেদনায় মুহ্যমান হইয়া তিনি শচীমাতার অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। "প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কান্দে মুকুন্দ মুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস॥ শ্রীচৈ ভা মধ্য ২৬শ অঃ॥" সুতরাং কোন্‌মাসে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রীল মুরারিগুপ্তের ছিল। সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে সন্ন্যাসের স্থানে মুরারিগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন না বটে; কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, শ্রীমুকুন্দ-আদি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সন্ন্যাসের তিন চারিদিন পরেই প্রভুর সঙ্গে এবং তাঁহাদের সঙ্গে শান্তিপুরে মুরারিগুপ্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহাদের মুখে বিস্তৃত বিবরণই তিনি শুনিয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান প্রত্যক্ষদর্শীর জ্ঞানের তুল্যই নির্ভরযোগ্য। এই মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনীষী। সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥ ৩।২।১০॥" অর্থাৎ সূর্য্য যখন মকর-রাশি হইতে কুম্ভরাশিতে গমন করিলেন, তখনই শ্রীল কেশভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়াছিলেন। সূর্য্য মকর-রাশিতে থাকেন মাঘ মাসে এবং কুম্ভরাশিতে থাকেন ফাল্গুন মাসে; উভয় মাসের সন্ধিস্থানই সংক্রমণ: প্রচলিত রীতি অনুসারে যে দিন এই সংক্রমণ হয়, সেই দিনটীও—সংক্রমণের পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়টীও—পূর্ব্বমাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় এবং ঐ দিনটীকে পূর্ব্বমাসের সংক্রান্তি বলা হয়। তাহা হইলে মুরারিগুপ্তের উক্তি অনুসারে জানা যায়, মাঘমাসের সংক্রান্তি দিনে সংক্রমণের সময়ে প্রভু সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষের গণনায় জানা যায়, ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিদিনে সংক্রমণ হইয়াছিল সন্ধ্যার অল্প পরে। বাস্তবিক সন্ধ্যার পরেই যে প্রভুর সন্ন্যাসদীক্ষা হইয়াছিল, শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন, সন্ন্যাসের দিন প্রভুর ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেই "সর্ব্বদিন-অবশেষ" অর্থাৎ সন্ধ্যা হইয়া যায়। ইহার পরে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসিলেন। "কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥ তবে সর্ব্বলোক-নাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥ মধ্য ২৬শ অঃ॥" ইহার পরে, একটী স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিয়া প্রভুই সর্ব্বাগ্রে কেশবভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিলেন এবং সেই মন্ত্রই প্রভুর আদেশে কেশবভারতী প্রভুর কর্ণে দিলেন। এসমস্ত ব্যাপারে মনে হয়, সংক্রমণের সময়েই প্রভুর সন্ন্যাসদীক্ষার সময়ও আসিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাসদীক্ষার সম্বন্ধে শ্রীলমুরারি-গুপ্তের উক্তির সঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তিরও সঙ্গতি আছে।

শ্রীললোচনদাসঠাকুরও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীলমুরারিগুপ্তেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন:—"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে॥ মধ্যখণ্ড॥"

উপরি উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় সন্ন্যাসের মাস এবং সময়েরই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সময়ে শুক্লপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ ছিল, তাহা বলেন নাই। শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"চব্বিশবৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥ মধ্যলীলা। ১।১১॥" অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসে মাঘী-শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনায় জানা যায়, উক্ত শকের মাঘীসংক্রান্তিতে মাঘীপূর্ণিমা ছিল। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীলমুরারিগুপ্তের উক্তির সঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তিরও কোনও বিরোধ নাই। (জ্যোতিষের গণনা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদনিত্যানন্দকে বলিলেন—"শ্রীপাদ, তোমার নিকটে আমার একটা গোপন-সঙ্কল্পের কথা বলিতেছি। আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ—এই পাঁচজন ব্যতীত অপর কাহারও নিকটেই তাহা এখন প্রকাশ করিবে না। আমার সেই গোপন-সঙ্কল্পটী হইতেছে এই—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥ ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম॥ তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। শ্রীচৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অঃ" কোন্ স্থানে কাহার নিকটে এবং কোন্ সময়ে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই কয় পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সময়-সূচক পয়ারটী হইতেছে এই—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" উত্তরায়ণ-দিবসে এই সংক্রমণ-সময়ে সন্ন্যাস করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমি (গৃহত্যাগ করিয়া) চলিব।

উক্ত কয় পয়ারের পরে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর বলিয়াছেন—যেদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে প্রভুর সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করা হইল, সেই দিনই দিবাভাগে প্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সঙ্গে একে একে মিলিত হইলেন। সন্ধ্যার পরে নিজগৃহে আসিয়া বসিলেন এবং ভক্তবৃন্দ এবং অন্যান্য বহু বহু লোক আসিয়া সেস্থানে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন—যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় জন ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর সঙ্কল্পের কথা জানিতেন না। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। তারপর সকলকে বিদায় দিয়া আহারান্তে প্রভু শয়ন করিলেন—গদাধর এবং হরিদাসও তাঁহার নিকটে শুইয়াছিলেন। যখন চারিদণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট আছে, তখন প্রভু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, জননীকে সান্ত্বনা দিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে রওনা হইলেন। গঙ্গা পার হইয়া কিছুক্ষণ পরে যেদিনের মুখ দেখিলেন, সেইদিনই কাটোয়ায় গিয়া কেশব-ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইদিনই শ্রীমন্নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং মুকুন্দও কাটোয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার পরের দিন অর্থাৎ গৃহত্যাগের তৃতীয় দিবসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সুতরাং উদ্ধৃত সময়সূচক পয়ারে "এই সংক্রমণ"-বাক্যে "এই"-শব্দের অর্থ হইতেছে—"এই যে সামনে, দু'য়েক দিন পরেই, যে সংক্রমণ আসিতেছে, সেই সংক্রমণ।"

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্ত সময়সূচক পয়ার হইতে যদি কেহ মনে করেন যে, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতেই (অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে) প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেবল যে মুরারিগুপ্ত, লোচনদাসঠাকুর এবং কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সঙ্গেই বিরোধ হইবে, তাহাই নহে; বৃন্দাবনদাসঠাকুরের নিজের উক্তির সঙ্গেও অসঙ্গতি দেখা দিবে। তাঁহার নিজের উক্তির সঙ্গে বিরোধ এই যে—তিনি লিখিয়াছেন, সন্ধ্যার পরেই সন্ন্যাসমন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৪৩১ শকের পৌষ-সংক্রান্তিতে সংক্রমণ-সময়ে সন্ন্যাসমন্ত্র দেওয়া হইয়া থাকিলে, সেই সময়টী হইবে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে; কারণ, ঐ দিনে সংক্রমণ হইয়াছিল মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে—জ্যোতিষের গণনায় তাহা জানা যায়। আর কবিরাজ-গোস্বামীর সঙ্গে বিশেষ বিরোধ এই দাঁড়ায় যে, তিনি বলিয়াছেন, মাঘের শুক্লপক্ষেই প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। ১৪৩১ শকের পৌষ-সংক্রান্তি দিনেও শুক্লপক্ষ ছিল বটে; কিন্তু তাহা পৌষের শুক্লপক্ষ, মাঘের শুক্লপক্ষ নহে। ১লা মাঘ পূর্ণিমা ছিল, তাহাও পৌষ-পূর্ণিমা।

বস্তুতঃ পৌষ-সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বৃন্দাবনদাসঠাকুরের অভিপ্রেত বলিয়াও মনে হয় না। তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি লিখিতে পারিতেন—"এই উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি-দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥"—তাহাতে পয়ারের মিলও নষ্ট হইত না। কিন্তু তাহা না লিখিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।"—উত্তরায়ণ-দিবসে এই যে (দু'য়েক দিন পরেই) যে সংক্রমণ আসিতেছে, সেই

সংক্রমণে আমি সন্ন্যাস করিব। উত্তরায়ণ-দিবসে অর্থাৎ উত্তরায়ণের সময়ে শীঘ্রই যে সংক্রান্তি আসিতেছে, সেই সংক্রান্তির কথাই প্রভু বলিয়াছেন। পৌষ-সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বলা হয় এজন্য যে, সেই দিন সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে আসেন—সংক্রমণের সময়ে। কিন্তু সেই দিনটীও পৌষমাসেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং উত্তরায়ণ-সময়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। ১লা মাঘ হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌষ-সংক্রান্তি বৃন্দাবনদাসঠাকুরের অভিপ্রেত নহে। মাঘ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে উত্তরায়ণ; এই সময়ের মধ্যে কোনও একটী সংক্রমণই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটী সংক্রমণই হইয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে কোন্ সংক্রমণটী বৃন্দাবনদাসঠাকুরের অভিপ্রেত, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া থাকিলেও, শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তি অনুসারে বুঝিয়া লওয়া যায় যে—মাঘী-সংক্রান্তিই তাঁহার লক্ষ্য-স্থানীয় ছিল। আর, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের "এই সংক্রমণ"-বাক্য হইতেও বুঝা যায়, এই সামনেই—যে সময়ে এই কথাগুলি বলা হইতেছে, তাহার অব্যবহিত কাল পরেই—যে সংক্রমণ আসিতেছে, সেই সংক্রমণের কথাই অর্থাৎ মাঘীসংক্রান্তির কথাই বলা হইয়াছে।

সকল গ্রন্থকারের উক্তির সমালোচনাদ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তি-দিনে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তি হইতে প্রভুর গৃহত্যাগের তারিখটীও বাহির করা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে গৃহত্যাগের তৃতীয় দিবসে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, মাঘী-সংক্রান্তিতে। ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে ছিল ২৯ দিন এবং সংক্রান্তির দিন ছিল শনিবার। সুতরাং ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই যে প্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই জানা গেল।